ভবরোগ

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

আচ্ছা মশাই, এখন কটা বাজে বলতে পারেন ?

ছটা বেজে সাত মিনিট।

আমার ঘড়িতে পাঁচটা পঞ্চান্ন দেখছি। ঘড়িটা বোধহয় আবার গন্ডগোল করতে লেগেছে।

যন্ত্র তো, খারাপ হতেই পারে। আমার ঘড়িকেই বা বিশ্বাস কি ?

না মশাই, আমার ঘড়িটাই গোলমেলে। বরাবরই স্লো যায়। একে দম-দেওয়া ঘড়ি, তায় আবার সস্তা ব্র্যান্ড। পুরোনোও হয়েছে বেশ। ধরুন তা প্রায় বছর দশেক বয়েস। ছ'মাস আগে অয়েলিং করিয়েছি, তখনই ঘড়িওয়ালা বলেছিল একটা কোয়ার্জ ঘড়ি কিনে নিতে। কিন্তু পুরোনো জিনিসের একটা মায়া থাকে কিনা, তাই এটাই পরছি এখনও।

সে তো ঠিকই, পুরোনো জিনিসের ওপর মায়া থাকা তো ভালই।

সে তো আছেই, তার ওপর বিয়ের ঘড়ি। গরিব শ্বশুরের দেওয়া জিনিস। ঘড়ি বাতিল করলে বউয়ের আবার অভিমান হবে।

সে তো হতেই পারে। আপনি বুঝি অল্প বয়েসে বিয়ে করেছেন ?

হ্যাঁ, কী করে জানলেন ?

এই যে বললেন দশ বছরের পুরোনো ঘড়ি। তার মানে আপনি দশ বছর আগে বিয়ে করেছেন। কিন্তু আপনার বয়স তো ত্রিশ-ট্রিশের কাছাকাছি মনে হয়।

আর বলবেন না মশাই, সে এক কান্ড। বিয়ে করতে হয়েছিল একুশ বছর বয়সে। আসলে কাঁচা বয়েসে একটা মেয়ের সঙ্গে একটু ভাব-ভালবাসা গোছের হয়েছিল আর কি। আমরা দত্ত, আর মেয়েটা ভট্টাচার্য। আমার বাবা আবার এ সব ব্যাপারে খুব স্ট্রিক্ট। পাছে বামনের মেয়ে বিয়ে করে বসি সেই ভয়ে আমাকে ধরে-বেঁধে বেণীমাধববাবুর ষোড়শী কন্যার সঙ্গে বেঁধে ফেললেন।

আপনি রাজি হলেন ?

না হয়ে উপায় কী বলুন ? তখন আমি ছাত্র, কাঁচা বয়স। পকেট মানির জন্য বাবার কাছে হাত পাততে হয়। স্বাধীন ইচ্ছেয় কিছু করার উপায় ছিল না। আর প্রেমটাও তেমন গাঢ় হয়নি। যাক লাভই বলতে পারেন।

নতুন খেলনা পেয়ে পুরোনো খেলনা ফেলে দিলেন বুঝি ?

এক রকম তাই বলতে পারেন। বেণীমাধববাবুর মেয়েটিও সুন্দরী। দোষের মধ্যে গরিব, এই যা।

সেই মেয়েটির কী হল ?

কিছু হল না মশাই, কী আবার হবে। তারও কাঁচা বয়সের হৃদয় দৌর্ব্বল্য। দু বছর বাদে তারও বিয়ে হয়ে যায়। সব চুকে-বুকে গেছে। দু'পক্ষই বেশ হ্যাপি। বললাম না, প্রেমটাই কাঁচা ছিল।

হ্যাঁ, কাঁচা প্রেম হল কাঁচা রঙেরই মতোই। ধুলেই উঠে যায়।

যা বলেছেন, আপনি বেশ রসিক লোক তো ? একটু আগে খেলনার উপমা দিলেন, এখন রঙের।

তা ছিলাম। তবে আমার কী মনে হয় জানেন ?

কী ?

সব প্রেমই কাঁচা। পাকা প্রেম বলে কিছু হয় না।

কেন বলুন তো ?

এমনি মনে হল বলে ফেললাম।

প্রেম নিয়ে এখন আর বিশেষ মাথা-টাথা ঘামাই না অবশ্য। বিবাহিত মানুষ, ছেলেপুলের বাবা, এখন কি আর এ সব নিয়ে মাথা ঘামানো চলে ? তার ওপর বাবার ব্যবসা সামলাতে হয়। বেজায় খাটুনি মশাই।

কীসের ব্যবসা আপনাদের ?

রং আর বিল্ডিং মেটেরিয়ালস।

তাহলে তো আপনারা বড়লোক ?

এক সময়ে তাই ছিলুম মশাই, যখন জয়েন্ট ফ্যামিলি ছিল, তিন পুরুষের ব্যবসা আমাদের। বড় কারবারই ছিল। তবে বাবা জ্যাঠা কাকারাও সব ভিন্ন হয়ে যাওয়ায় ব্যবসাও ভাগাভাগির পাল্লায় পড়েছে কিনা, তাইতেই এখন মন্দা যাচ্ছে।

কী রকম মন্দা ?

বেশ মন্দা। ক্যানিং স্ট্রিটের পুরোনো দোকানটা জ্যাঠামশাইয়ের ভাগে পড়েছে। বাবা আর কাকা দক্ষিণে সরে এসে নতুন দোকান দিয়েছে দুটো। নতুন কারবার জমতে সময় লাগে কিনা।

সে তো বটেই। তবে মন্দা নিশ্চয়ই কেটে যাবে।

তা যাবে। কারণ আমাদের এ কারবার তিন পুরুষের। সব ঘাঁতঘোঁত জানা। তা আপনি কী করেন ?

আমি ? না, আমি বিশেষ কিছুই করি না।

তার মানে কি বেকার ?

এক রকম তাই বলতে পারেন। দেশ বেকারে ভরা। আমি তাদেরই একজন ধরে নিন।

নিরাশ হবেন না। বয়স তো এখনও কম, হয়ে যাবে কিছু একটা।

সেই আশ্বাসেই বেঁচে আছি।

তা চলে কী করে ? টিউশনি-টনি করেন নাকি ?

না। টিউশনি করার ধাত নয় আমার। কষ্টে সৃষ্টে চলে যাচ্ছে।

কেন মশাই, টিউশনি কি খারাপ কাজ ? আমার বন্ধু ইংরিজি আর আর অঙ্কের টিউশনি করে দেদার কামাচ্ছে। একে ইস্কুল মাস্টার, তার ওপর পাঁচটা না ছটা ব্যাচে প্রতিদিন গাদা গাদা ছেলেমেয়েকে পড়ায় বাড়িতে বসে। বউকে হীরের আংটি দিয়েছে বিবাহ বার্ষিকীতে।

আজ্ঞে, ওঁরা ক্ষণজন্মা পুরুষ। আমার অত বিদ্যে নেই, ধৈর্যও নেই।

বয়সটা তো কমই মনে হচ্ছে, ছাব্বিশ-সাতাশ হবে কি ?

আঠাশ চলছে।

তা এই বয়সে বন্ধু-বান্ধব বা আড্ডা ছেড়ে বিকেলে এসে লেকের ধারে বসে আছেন যে বড় ? তাও আবার একা। একজন বান্ধবী থাকলেও না হয় বুঝতুম।

আমার বন্ধু বা বান্ধবী বলতে কেউ নেই।

বলেন কি মশাই ! এই বয়সে বন্ধু না থাকা তো কাজের কথা নয়।

নয়ই তো।

আপনি কি মিশুকে নন ? নাকি একাবোকা থাকাই পছন্দ করেন ?

একা থাকতে খারাপ লাগে না। চিন্তাভাবনা করার সুযোগ হয়।

তা বটে। তা কী নিয়ে চিন্তা করেন ?

এই দুনিয়াটার কথা ভাবি। জীবনটার কথা ভাবি। জন্ম-মৃত্যু নিয়ে ভাবি।

আহা, সে তো সবাই ভাবে, কিন্তু এ সব তো কাজের ভাবনা নয় মশাই, এ হল অলস চিন্তা।

ঠিকই বলেছেন, অলস চিন্তা, আমার খুব প্রিয়।

কিন্তু কাজ-কারবারের চিন্তাও তো করতে হয়।

কাজ-কারবারের চিন্তা আমার মাথায় কেন যেন আসতে চায় না।

কেন, রোজগারপাতি করতে ভাল লাগে না আপনার ? এখনকার দুনিয়ায় টাকার জোরের মতো জোর আর নেই।

তাই দেখছি।

দেখেও চুপ করে বসে থাকতে ভাল লাগে ?

সেই জন্যই তো লোকে আমাকে নিস্কর্মা আর অপদার্থ মনে করে।

চাকরি-বাকরি যে পাওয়া সোজা তা কথাই না, ব্যবসার বাজারও খুব টাইট, কিন্তু উঠে পড়ে লাগলে এই বাজারেও কিছু রোজগার করা যায় বৈকি। তাই না ?

খুব যায়, খুব যায়। রোজগার করতে ইচ্ছাও করে খুব। কিন্তু আমার বড্ড গড়িমসি। ইচ্ছেটাকে চাগিয়ে তুলতে পারি না।

বুঝেছি মশাই, আপনি হলেন আমার মেজোমামার মতো, তাঁরও বড় আলিস্যি। এ দিকে ল পাস, দুটো বিষয়ে এম এ, বাপের ওকালতির ব্যবসা ছিল, সেই বাপকেলে মক্কেলরাও ছিল হাতে, কিন্তু গতর নাড়তেই তাঁর বড় কষ্ট, চেষ্টা নেই, উদ্যোগ নেই।

শেষে তাঁর কী হল ?

কী আর হবে। বাপের পয়সা ছিল, তাই আরামে আয়াসে দিন কাটিয়ে দিচ্ছিলেন। কিন্তু বাবা মরার পর ভাইয়ে ভাইয়ে ভাগাভাগি হয়ে যাওয়ায় এখন পয়সায় টান পড়েছে। মেজো মামি তাড়া দিয়ে দিয়ে কোর্ট কাছারিতে পাঠান বটে, কিন্তু প্র্যাকটিস কি আর জমে ? ধারে কর্জে তল।

হ্যাঁ আপনার মেজো মামার সঙ্গে আমার স্বভাবের একটু মিল আছে বটে।

তাই তো বলছিলাম, ইচ্ছেটাকে চাগিয়ে তুলে কাজ-কারবারে নেমে পড়ার চেষ্টা করুন।

সকলের কি সব কিছু হয় ? বিধাতা যেমন কাজের লোক সৃষ্টি করেন, তেমনি নিস্কর্মা ও সৃষ্টি করেন। দুনিয়ায় সব রকমই থাকা ভাল।

দুনিয়ার কথা বলছেন ? কিন্তু দেখছেন না এই আমাদের অখাদ্য দেশেই যত বেকার নিস্কর্মার ভিড়। আর সেই জন্যই তো দেশ রসাতলে যাচ্ছে। নেপাল চিনের কথা ছেড়ে দিন। এই যে খোকা দেশ মালয়েশিয়া, থাইল্যান্ড এরাও তো কী উন্নতিটাই যে করেছে ভাবলে চোখ ট্যারা হয়ে যায়। না মশাই, আপনার কথাটা মানতে পারলাম না। দুনিয়াটা নিস্কর্মাদের জন্য নয়।

তাই হবে বোধহয়।

কী নাম আপনার ?

শান্তনু চৌধুরী।

আমার নাম মানস ঘোষ। তা লেখাপড়া কত দূর করেছেন ?

সে আর বলবেন না। অলস লোকের তো কোনও দিকেই কিছু হয় না। আমারও হয়নি।

লেখাপড়া করে খুব একটা কিছু হয়ও না আজকাল, টেকনিক্যাল বিদ্যে ছাড়া।

ঠিকই বলেছেন।

তাহলে এই একা একা বসে, ভেবে এবং কিছু না করেই আপনার সময় কাটছে ?

এক রকম তাই ?

আমি মশাই, মরে গেলেও শুয়ে বসে জীবন কাটাতে পারব না। দু'একদিন কাজ কামাই করলে যেন দম বন্ধ হয়ে আসে, কাজেরও তো একটা আনন্দ আছে নাকি ?

আছেই তো। খুব আছে।

সেই আনন্দ পেতে আপনার ইচ্ছে হয় না ?

হয় বৈকি, খুব হয়। আমার ইচ্ছের জগৎটা খুব বড়, কাজের জগৎটাই ছোট। তবে যারা কাজ করে আনন্দ পায় আমি তাদের শ্রদ্ধা করি। কিছু লোক কাজ করে বলেই তো দুনিয়াটা চলছে। আর এই আপনার মতো লোকেদের জন্যই তো আমার মতো নিষ্কর্মারাও দুটো খেতে-পরতে পায়।

তাহলেই বুঝুন, কাজ করাটা কত গুরুতর ব্যাপার।

বটেই তো। আমার বাবাও আমাকে সেই কথাই বলেন।

তা আপনার বাবা কী করেন ?

টুকটাক করেন আর কি।

টুকটাক বলতে।

তাঁর মিথ্যে কথা বলার ব্যবসা আছে।

মিথ্যে কথার ব্যবসা ? হাঃ হাঃ হাসালেন মশাই !

হাসবার কিছু নেই। তিনি আইনজীবী।

ও বাবা ! উকিল নাকি ?

ওই রকমই ধরে নিন।

ধরে নেব কেন ? ধরে নেওয়ার তো কিছু নেই। হয় তিনি উকিল, না হয় ...

উকিল। তবে ইনকাম ট্যাক্স প্র্যাকটিস করেন।

তাই বলুন। সে তো খুব ভাল। দোহাত্তা পয়সা।

চলে যায় কোনও রকমে।

না মশাই, আপনার চেহারাটাই দেখে আমার একটা ধন্দ ছিল। আপনি বোধহয় বেশ পয়সাওলা ঘরের ছেলে।

পয়সাটাই কি সব ?

যত দিন যাচ্ছে এই সত্যটাই কি বড় হয়ে দেখা দিচ্ছে না যে, পয়সার আর কোনও ওপরওয়ালা নেই ? আমাদের জীবনাবর্তের কেন্দ্রবিন্দু হল পয়সা।

কখনও কখনও মনে হয়।

তাহলে ?

সেইটেই তো বসে বসে ভাবি।

আরে মশাই, ভাবাভাবির কী আছে ? চোখ কান বুজে শুধু পয়সা কামিয়ে গেলেই তো হয়।

তাই নাকি ?

পয়সা হলেই দেখবেন সব হবে। অবশ্য আপনাকে বলে লাভ নেই, আপনার বাবার পয়সা আছে। সুতরাং পয়সার উপযোগিতা আপনি নিশ্চয়ই বোঝেন।

না, বুঝি না, আমার বোধহয় পয়সার অ্যালার্জি আছে।

সেটা কী রকম ?

বুঝিয়ে বলতে পারব না। ও ব্যাপারটা নিয়ে চিন্তা করতে আমার ভাল লাগে না।

নিজে উপার্জন করলে দেখবেন, ভাল লাগবে। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন বলে মনে হল যেন ?

হ্যাঁ, বেরিয়ে গেল।

কথাটা পছন্দ হল না তো ? না হওয়ারই কথা। বড়লোকের ছেলেদের ও রকমই হয়।

আপনিও তো বড়লোকের ছেলে।

তা হলে কী হয় ? বাবা মোটে আসকারা দেয়নি। গোঁফ ভাল করে ওঠার আগেই ব্যবসায় জুতে দিয়েছিল। সেই থেকে ঘানিগাদে ঘুরছি।

ঘানিগাদে ঘুরছেন ? তার মানে কি আপনিও এই লাগাতার পয়সা রোজগার পছন্দ করছেন না ?

ওটা স্লিপ অফ টাং। না মশাই, প্রথম প্রথম খারাপ লাগলেও এখন বেশ ভালই লাগে, আমার বাবা বিচক্ষণের মতো কাজ করেছেন। ঘানিগাদ বটে, কিন্তু মনে রাখবেন ঘানি তেলও দিচ্ছে।

হ্যাঁ তা বটে। আমার বাবাও আমাকে ঘানিগাদেই জুতে দিতে চাইছেন বটে।

চাইছেন ! বাঃ বেশ।

শুধু বাবা কেন, মাও চাইছেন, সবাই চাইছে। তাই মনটা আজকাল ভাল নেই।

ওই সব ক্ষুদ্র হৃদয়দৌর্ব্বল্য ঝেড়ে ফেলে ঝাঁকি মেরে উঠে দাঁড়ান তো ! পয়সা আমদানি হলেই দেখবেন আপনার জীবনদর্শন পাল্টে যাবে।

বলছেন ?

হ্যাঁ মশাই শান্তনুবাবু, কথাটা জোর দিয়েই বলছি।

জোর দিয়ে অনেকেই বলছে। আজকাল ইনফর্মেশন টেকনোলজি জানা ছেলে-মেয়েরা লাখ দু'লাখ টাকা মাইনে পায়। টাকার এ রকম হরির লুট আগে ছিল না মানসবাবু, এত টাকা আমাদের কীসে লাগে ?

আহা, টাকা লাগানোর জন্য কি উপায়ের অভাব ? কত ফন্দিফিকির আছে। শেয়ার বাজার, হরেকরকম ইনভেস্টমেন্ট, নয়া উদ্যোগ।

জানি, আমেরিকা থেকে চিন, জাপান, মালয়েশিয়া অবধি গোটা দুনিয়াটায় কবিতা শেষ হয়ে গেল, শিল্প গেল, জীবন গেল, সৌন্দর্যবোধ গেল, শুদ্ধ সঙ্গীত গেল, নাটক গেল, টেকনোলজি যে সব গ্রাস করে নেবে।

আহা, ও সব তো এন্টারটেনমেন্ট। ও সবও থাকবে। মাঝে মাঝে কাজের ফাঁকে ফাঁকে কালচারও কি থাকবে না মশাই ? খুব থাকবে। তবে এ সব জিনিস বেশি মাথা চাড়া দিলেই মুশকিল। কবিতার কথাই ধরুন, এক রবি ঠাকুরই এত লিখে গেছেন যে আর আমাদের কবির দরকারই বা কি ? তারপর ধরুন শেক্সপিয়র বা গিরীশ ঘোষ থাকতে আর নাটকের পিছনে সময় নষ্ট করার কি কোনও মানে হয় ? ও সব চিন্তা মাথা থেকে তাড়ান মশাই। নইলে যে বিপদে পড়বেন। বাপের টাকা কি চিরকাল থাকবে ?

বাপের টাকা ! না, বাপের টাকার তেমন দরকারও নেই আমার।

তাই তো বলি, নিজের পায়ে দাঁড়ান। কিছু একটা শুরু করে দিন। আবার কি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন শান্তনুবাবু ?

হ্যাঁ আজকাল আমার খুব দীর্ঘশ্বাস পড়ে।

কেন বলুন তো ?

দুনিয়াটার কথা ভেবে। এত টাকা দিয়ে মানুষ কী যে করে !

আগে টাকাপয়সা ঘাঁটতে শুরু করুন, তখন বুঝবেন।

কত টাকা ঘাঁটলে বোঝা যাবে বলুন তো ?

হাজার হাজার, লাখ লাখ, যত ঘাঁটবেন তত বুঝবেন। হাসছেন যে !

লাখ লাখ টাকা ঘাঁটলে বোঝা যাবে ? তবে আমি বুঝলাম না কেন ?

আপনি ! তার মানে আপনি টাকা ঘাঁটেন ? সে কী মশাই ?

নিস্কর্মা তো ! বসে বসে ছবি আঁকতাম। বাবা রাগ করতেন। কিন্তু শেষে ছবি আঁকার ঝোঁক দেখে আর্ট কলেজে ভর্তি করে দিলেন।

ছবি ? ছবি আঁকেন ? ও এঁকে কী হয় ?

তাই তো ভাবি। ছবি আঁকতাম মনের আনন্দে। বাবা প্যারিসে পাঠালেন, ইটালিতেও গেলাম। বিস্তর শিখলাম। কিন্তু তারপর হল মুশকিল।

কী মুশকিল ?

যা-ই আঁকি তাই বিক্রি হয়ে যায় চোখের পলকে।

বলেন কী ?

আমার ঘরে গিয়ে দেখবেন, একটাও ছবি নেই, সব বিক্রি হয়ে গেছে। কবে ফের আঁকব সেই প্রত্যাশায় বড় বড় খদ্দের গাড়ি হাঁকিয়ে এসে টাকার গোছা হাতে বসে আছে।

অ্যাঁ !

তাই তো বলছি যে, মনের আনন্দে যে ছবি আঁকব তারও উপায় নেই, সেই ছবির মধ্যেও টাকার ছায়া এসে পড়ছে। এই নতুন ভবরোগের কথা যত ভাবি ততই মন খারাপ হয়ে যায়।

বয়সে আপনি ছোট, তবু পায়ের ধুলো দিন মশাই। ছবি এঁকে টাকা ! তাও হয় বুঝি ?

হচ্ছে, ঠেকানো যাচ্ছে না।

ইয়ে, একটা কথা জিজ্ঞেস করব ?

করুন।

তা এক একটা ছবিতে কত থাকে ?

রং ক্যানভাসের বিশেষ খরচ নেই। দেড় দু'হাজার বড় জোর। ছবি বিক্রি হয় তা ধরুন এক একটা কখনও দেড় দু'লাখ টাকায় কিংবা আরও বেশি। দিন দিন রেট বাড়াই, যাতে খদ্দের পিছু হটে, কোথায় কী। যত দাম বাড়ে তত বিক্রি।

আর বলবেন না।

বলব না।

না মশাই। মাথাটা ঘুরছে।

যান, নেমে গিয়ে লেকের জল একটু মাথায় চাপড়ে নিন।

হ্যাঁ, হ্যাঁ, সেই ভাল, সেই ভাল।

.....